গঠনতন্ত্র

এআইএস অ্যালামনাই এসোসিয়েশন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

স্থাপিতঃ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস
একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ (AIS) বিভাগ
রংপুর, বাংলাদেশ

ফোনঃ

ই-মেইলঃ **alumni.ais@brur.ac.bd**

বিষয়বস্তু **পৃষ্ঠা নং**

ধারা ঃ ০১ ঃ নাম, মনোগ্রাম ও শ্লোগান ঃ 4
ধারা ঃ ০২ ঃ দলিলাদি সংরক্ষণ 4
ধারা ঃ ০৩ ঃ বর্তমান ঠিকানা ঃ 4
ধারা ঃ ০৪ ঃ সংজ্ঞা সমূহ ঃ 4
ধারা ঃ ০৫ ঃ আওতা ঃ 5
ধারা ঃ ০৬ ঃ মর্যাদা ঃ 5
ধারা ঃ ০৭ ঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ 5
ধারা ঃ ০৮ ঃ সদস্যভূক্তি ও সদস্যদের প্রকারভেদ ঃ 5
ধারা ঃ ০৯ ঃ সদস্যভূক্তির নিয়মাবলী ঃ 6
ধারা ঃ ১০ ঃ সদস্যদের অধিকার ও সুবিধা ঃ 6
ধারা ১১ ঃ সদস্য পদ বাতিল ঃ 6
ধারা ঃ ১২ ঃ বহিষ্কার ঃ 6
ধারা ঃ ১৩ ঃ পুণঃ সদস্য ভূক্তি ঃ 7
ধারা ঃ ১৪ পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা ঃ 7
ধারা ঃ ১৫ : কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ 7
ধারা ঃ ১৬ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য ঃ 8
ধারা ঃ ১৭ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ 8
ধারা ঃ ১৮ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ 9
ধারা ঃ ১৯ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন ঃ 12
ধারা ঃ ২০ ঃ তহবিল ঃ 13
ধারা ঃ ২১ ঃ প্রজেক্ট, ডিউটি তহবিল ও সাধারণ তহবিল ঃ 13
ধারা ঃ ২২ ঃ ব্যাংক হিসাব পরিচালনা ঃ 13
ধারা ঃ ২৩ ঃ গঠতনন্ত্রের সংশোধনী ঃ 13
ধারা ঃ ২৪ ঃ বিলুপ্তি ঃ 14
ধারা ঃ ২৫ ঃ বিলুপ্তি সম্পত্তি ঃ 14
ধারা ঃ ২৬ ঃ নির্ভরযোগ্য পাঠ 14
অন্যান্য বিধি ও উপ-বিধিসমূহ 14

এআইএস অ্যালামনাই এসোসিয়েশন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর গঠনতন্ত্র

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহি্‌ম

ভূমিকা ঃ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এআইএস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অন্যান্য শিক্ষক মহোদয়ের পরামর্শক্রমে একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ (এআইএস) বিভাগে একটি অ্যালামনাই এসোসিয়েশন গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে এই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মহোদয় বিভাগের সিনিয়র শিক্ষকদের সাথে আলোচনান্তে এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরেন। এ লক্ষ্যে বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব উমর ফারুক ফেব্রুয়ারী ২২, ২০২৫ ইং তারিখে একটি সভা আহ্বান করেন। উক্ত সভায় বিভাগের চেয়ারম্যান মহোদয় সহ বিভাগের অধ্যাপক মো, আমির শরীফ, অধ্যাপক ড, আপেল মাহমুদ, সহযোগী অধ্যাপক মোঃ শাহিনুর রহমান এবং বিভাগের প্রায় ২৫ জন প্রাক্তন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। সভায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় ব্যাচের মোঃ রুস্তম আলী স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে প্রথম ব্যাচের মোঃ লুৎফর রহমান, মোঃ নুর আলম, তৃতীয় ব্যাচের এ কে এম জিলানী সরকার ও চতুর্থ ব্যাচের মো, শাহাদাত হোসেন শুভ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন গঠনের গুরুত্ব ও পরবর্তী কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য মতামত ব্যক্ত করেন। এরপর সবার মতামতের ভিত্তিতে বিভাগের অ্যালামানা এসোসিয়েশন গঠনের উদ্যোগকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয়।উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রাথমিকভাবে প্রথম ব্যাচের জনাব মোঃ নুর আলম কে আহ্বায়ক, জনাব মোঃ লুৎফর রহমানকে কোষাধক্ষ্য ও দ্বিতীয় ব্যাচের জনাব মোঃ রুস্তম আলীকে সদস্য সচিব হিসেবে মনোনীত করে ১৫ সদস্যের একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। পরিশেষে উপস্থিত সকলে বিভাগের এলামনাই এসোসিয়েশন গঠনের প্রাথমিক কাজ হিসেবে আহবায়ক কমিটিকে একটি খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য আহ্বান ও অনুরোধ করেন। যার ফলে উপরে/ উল্লেখিত খসড়া গঠনতন্ত্রটি প্রণয়ন করা হয়।

এআইএস অ্যালামনাই এসোসিয়েশন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর গঠনতন্ত্র

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এআইএস বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন
গঠনতন্ত্র

ধারা ঃ ০১ঃ নাম, মনোগ্রাম, স্লোগান, ওয়েবসাইট ও যোগাযোগ মাধ্যমঃ

১.১ **নামঃ** এই এসোসিয়েশন " **এআইএস অ্যালামনাই এসোসিয়েশন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর** "; ইংরেজি " AIS Alumni Association Begum Rokeya University, Rangpur" এবং সংক্ষেপে AISAABRUR নামে অভিহিত হবে।

১.২ প্রতিষ্ঠাকালঃ ফেব্রুয়ারী ২২, ২০২৫ ইং

১.৩ মনোগ্রামঃ একটি বৃত্তের মাঝখানে বইয়ের ছবিতে AIS ও নিচে হিসাব সমীকরণ এবং দুই পাশে থাকবে Balance Our Lives, Mingle Accounting Vibes ।

১.৪ স্লোগানঃ Balance Our Lives
Mingle Accounting Vibes.

১.৫ ওয়েবসাইট ও যোগাযোগ মাধ্যম: এআইএস অ্যালামনাই এসোসিয়েশন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, জি-মেইল, ওয়েবমেইল, ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গ্রুপ হবে নিম্নরূপঃ

ওয়েবসাইটঃ www.aisalumnibrur.org
ই-মেইল: alumni.ais@brur.ac.bd;
ওয়েব মেইলঃ contact@aisalumnibrur.org
হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপঃ AIS Alumni BRUR
ফেইসবুক গ্রুপঃ www.facebook.com/groups/aisalumnibrur
ফেইসবুক পেজঃ www.facebook.com/aisalumnibrur.org

ধারা ঃ ০২ ঃ দলিলাদি সংরক্ষণ

এই এসোসিয়েশন সম্পর্কিত যাবতীয় দলিলাদি প্রাথমিকভাবে বিভাগীয় প্রধান মহোদয়ের দপ্তরে সংরক্ষিত থাকবে। তবে এর একটি করে অনুলিপি/প্রতিলিপি চলমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এবং অপর একটি অনুলিপি দপ্তর সম্পাদক এর নিকট সংরক্ষিত থাকবে।

ধারা ঃ ০৩ ঃ বর্তমান ঠিকানা ঃ

এই এসোসিয়েশন এর প্রাধান কার্যালয় হবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ।

ধারা ঃ ০৪ ঃ সংজ্ঞা সমূহ ঃ

৪.১ "অ্যালামনাই" অর্থে– বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ হতে বিবিএ এবং এমবিএ সনদ অর্জনকারী যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাবে। এ অর্থে ইএমবিএ সনদ অর্জনকারী কোন ব্যক্তিকে বুঝানো হবে না।

৪.২ এআইএস বা AIS বলতে একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ কে বুঝাবে।

৪.২ "ধারা ও বিধি" অর্থে– গঠনতন্ত্রের ধারা এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি ও উপ বিধিসমূহ।

৪.৩ "বৎসর" অর্থে– ইংরেজি ক্যালেন্ডারের প্রত্যেক জানুয়ারী ১ তারিখ হতে ডিসেম্বর ৩১ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বুঝাবে।

৪.৪ "সদস্য" অর্থে– সাধারণ, আজীবন ও সম্মাননীয় সদস্যগণকে বুঝাবে।

৪.৫ "সম্পত্তি" অর্থে– এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নগদ তহবিল ও ব্যাংকে জমা জমাকৃত অর্থ বা সমন্বিত সঞ্চয় থেকে সৃষ্ট নিজস্ব সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিকে বুঝাবে।

৪.৬ "পরিষদ সদস্য" অর্থে– এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য / সদস্যগণকে বুঝাবে।

ধারা ঃ ০৫ ঃ আওতা ঃ

"বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এআইএস বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন" সমগ্র বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যে কোন দেশে এর শাখা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও পরিচালনা করতে পারবে।

ধারা ঃ ০৬ ঃ মর্যাদা ঃ

এআইএস বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক, সমাজকল্যাণমূলক শিক্ষা-পরিবেশ বান্ধব সংগঠন।

ধারা ঃ ০৭ ঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

উপরোল্লিখিত "ধারা ঃ ০৬ ঃ মর্যাদা ঃ" এর আলোকে "বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এআইএস বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন" এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে নিম্নরূপ ঃ

৭.১ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যায়ের ও বিভাগের ভাবমূর্তি উন্নয়নে কাজ করা।

৭.২ অ্যালমনাইদের মধ্যে একতা, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন এবং পরস্পপরকে প্রয়োজনীয়ক্ষেত্রে সাধ্যমত সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

৭.৩ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এআইএস বিভাগের শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষার্থে উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৭.৪ এসোসিয়েশনের আওতায় একটি পৃথক উপ-বৃত্তি তহবিল গঠনের মাধ্যমে মেধাবী অথচ অপেক্ষাকৃত কম স্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তা প্রদান করা।

৭.৫ অ্যালামনাইদের জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কর্মশালা, প্রদর্শণী ও আমোদ ভ্রমনের আয়োজন করা।

৭.৬ নিয়মিত বুলেটিন, সাময়িকী, পুস্তক ইত্যাদি প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।

৭.৭ বিজনেস আইডিয়া, বিজনেস প্লান কমিটিশন, ক্যারিয়ার গাইড প্রোগ্রাম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিসহ ক্রীড়ানুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজন করা।

৭.৮ বিভাগের শিক্ষা তথা জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষক শিক্ষার্থী সমন্বয়ের সভা আহ্ববান ও বিভাগকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।

৭.৯ উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার সিদ্ধান্তক্রমে সহায়ক এরূপ সকল কার্যাবলী সম্পাদন করা।

ধারা ঃ ০৮ ঃ সদস্যভূক্তি ও সদস্যদের প্রকারভেদ ঃ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এআইএস বিভাগ হতে বিবিএ ও এমবিএ সনদ প্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তিই AISAABRUR এর সদস্য হতে পারবে।

৮.১ সাধারণ সদস্য ঃ ৪.১ ধারাতে সংজ্ঞায়িত অ্যালামনাইগণ নির্ধারিত অ্যালামনাই ফরম পূরণ ও নির্ধারিত সদস্য ফি প্রদানের মাধ্যমে সাধারণ সদস্য পদ লাভ করবেন।

৮.২ আজীবন সদস্য ঃ কেবলমাত্র ৪.১ ধারাতে সংজ্ঞায়িত অ্যালামনাই নির্ধারিত ফরম পূরণ ও "আজীবন সদস্য ফি" প্রদানের মাধ্যমে আজীবন সদস্য পদ লাভ করবেন।

৮.৩ সম্মাননীয় বা অনারারী সদস্য ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদনক্রমে এবং প্রয়োজনবোধে সেইসব নন-অ্যালামনাইদের দ্বারা মর্যাদা ও স্বার্থের উন্নয়নে / পরিবর্ধনে সহায়ক এবং আর্থিক সহায়তাদানকারী (দাতা) স্বনামধন্য বক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানকে অনারারী সদস্যপদ প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি, বিভিন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং এআইএস বিভাগ সহ সকল শিক্ষক সম্মাননীয় বা অনারারি সদস্য বলে বিবেচিত হবেন। তবে কোন অবস্থাতেই অনারারি সদস্যগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা নির্বাচনকে প্রভাবিত করে এমন কোন প্রকার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

৮.৪ সহযোগী সদস্য ঃ অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ ক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে বিভাগ থেকে এমবিএ সনদ অর্জনকারী যেকোনো ব্যক্তি এবং বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোন শিক্ষক বা কর্মকর্তা নির্ধারিত ফি ও ফরম পূরণের মাধ্যমে সহযোগী সদস্য হতে পারবেন। সহযোগী সদস্যগণ এর ভোটাধিকার প্রয়োগ ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ অধিকার থাকবে না। তবে অ্যাসোসিয়েশনের বাকি সব সহযোগী কর্মকান্ড ও আয়োজনে অংশগ্রহণ এবং পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন।

ধারা ঃ ০৯ ঃ সদস্যভূক্তির নিয়মাবলী ঃ

বিভাগের যে কোন অ্যালামনাই অত্র গঠনতন্ত্রের বিধি ও নিয়মাবলীর প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এআইএস বিভাগ অ্যালামনাই নির্ধারিত ফরমে সাধারণ সম্পাদক বরাবরে (নির্ধারিত ফি প্রদান স্বাপেক্ষে) আবেদন করতে পারবেন এবং উক্ত আবেদন কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন স্বাপেক্ষে আবেদনকারী সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।

ধারা ঃ ১০ ঃ সদস্যদের অধিকার ও সুবিধা ঃ

AISAABRUR এসোসিয়েশন” এর সকল সাধারণ ও আজীবন সদস্যগণ নিম্নোক্ত সুবিধাদি ভোগ করবেনঃ

১০.১ সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ, মতামত প্রদান ও প্রস্তাব পেশ করতে পারবেন।

১০.২ সাধারণ সভায় উপস্থিত সকল সাধারণ সদস্য কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যক্রমের এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব বিষয়ে ব্যাখ্যা দাবি করতে পারবেন।

১০.৩ সকল ফি পরিশোধিত থাকলে কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

১০.৪ সকল ফি পরিশোধিত থাকলে কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে ভোট প্রদান করতে পারবেন।

১০.৫ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত / মনোনীত যে কোন উপ-কমিটির সদস্য হতে পারবেন।

১০.৬ সংগঠনের উন্নয়নে ও প্রয়োজনীয় পরামর্শদ দান করা ছাড়াও নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হতে পারবেন ও নির্বাচন সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন করতে যে কোন প্রকার দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা ১১ ঃ সদস্য পদ বাতিল ঃ

নিম্নলিখিত কারণে সদস্যপদ বাতিল হবে

১১.১ স্বেচ্ছায় সদস্য পদ ত্যাগে ইচ্ছুক সদস্যকে লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র সংগঠনের সভাপতি বরাবরে পেশ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পদত্যাগপত্র পুনরায় লিখিতভাবে প্রত্যাহারযোগ্য। এ বিষয়ে সভাপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১১.২ সাধারণ সদস্যদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ধার্যকৃত সদস্য ফি পরিশোধে ব্যর্থ হলে, কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।

১১.৩ কোন সদস্যের মৃত্যু ঘটলে।

১১.৪ কোন সদস্য ব্যক্তিগত বা অন্য যে কোন কারণে আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত হলে তার নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তে তার সদস্যপদ বাতিল হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে উক্ত সদস্য পরবর্তীতে নির্দোষ প্রমাণিত হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তার সদস্যপদ পুনঃবহাল করা যাবে।

১১.৫ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গ্রহযোগ্য নয় এমন কোন বিষয়ে কোন সদস্য বা কতিপয় সদস্য সংগঠনের জন্য কোনভাবে ক্ষতিকর কার্মকান্ডে লিপ্ত হয়েছে বা হচ্ছে প্রমাণিত হলে সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে সাময়িকভাবে তার সদস্যপদ স্থগিত করার এখতিয়ার কার্যনির্বাহী পরিষদের থাকবে। এক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন স্বাপেক্ষে উক্ত সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে।

ধারা ঃ ১২ ঃ বহিষ্কার ঃ

উপরোক্ত ধারা **১১**.৫ এর বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে অথবা গঠনতন্ত্র বহির্ভূত বা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এর বিপরীতে কোন কাজ করলে এবং এতদবিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উপস্থাপিত হলে, কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন স্বাপেক্ষে সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টার

পরামর্শক্রমে সাময়িকভাবে কোন সদস্যের সদস্যপদ স্থগিত এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা জরুরি সাধারণ সভায় তদন্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে তাকে সংগঠন থেকে চূড়ান্তভাবে বহিষ্কার করতে পারবে।

ধারা ঃ ১৩ ঃ পুণঃ সদস্য ভূক্তি ও আপীলঃ

যে সকল সদস্যপদ বাতিল হবে তিনি বা তাদের যে কেউ কার্যনির্বাহী পরিষদের শর্ত পূরণ এবং ধারা ৯ অনুযায়ী সদস্যপদ পূণঃবহালের আবেদন করলে কার্যনির্বাহী পরিষদের বিবেচনা ক্রমে উক্ত সদস্যপদ পূণঃবহাল করতে পারবে। একইভাবে বিশেষ কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্যপদ শূণ্য হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে প্রধান উপদেষ্টার লিখিত সুপারিশক্রমে সাধারণ বা আজীবন সদস্যদের মধ্য থেকে কো-অপট এর মাধ্যমে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করা যাবে। বহিষ্কৃত সদস্যদের কেউ কার্যনির্বাহী পরিষদের শর্ত পূরণ এবং ধারা ৯ অনুযায়ী বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করে সদস্যপদ পূণঃ বহালের আবেদন করলে কার্যনির্বাহী পরিষদ উক্ত আবেদনটি বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা জরুরি সাধারণ সভায় উপস্থাপনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করে উক্ত সদস্যপদ পূণঃ বহাল করতে পারবে।

কোন সদস্যপদ বাতিল বা কেউ বহিষ্কার হওয়ার পর কোন ধরনের আপত্তি থাকলে বাতিল বা বহিষ্কার আদেশের বিপরীতে দশ কর্মদিবসের মধ্যে সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা বরাবর "আদেশটি কেন প্রত্যাহার করা হবেনা" মর্মে আবেদন করতে হবে। একটি অনুলিপি সভাপতিকে প্রেরণ করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা আবেদনটি হাতে পাওয়ার পর পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে কার্য নির্বাহী পরিষদ থেকে একজন এবং পরিষদের বাইরে দুইজন আজীবন সদস্য নিয়ে তিন সদস্যের একটি পর্যালোচনা কমিটি করে দেবেন। উক্ত কমিটি পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে অংশীজনের সাথে কথা বলে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে প্রধান উপদেষ্টা ও পরিষদের সভাপতিকে জমা প্রদান করবেন।

ধারা ঃ ১৪ পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা ঃ

১৪.১ পদাধিকারবলে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এআইএস বিভাগের চেয়ারম্যান এই অ্যালমনাই এসোসিয়েশন এর প্রধান উপদেষ্টা, উপাচার্য মহোদয় প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং উপ-উপাচার্য মহোদয় ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডীন মহোদয় পৃষ্ঠপোষক হতে পারবেন।

১৪.২ দেশ-বিদেশের বরেণ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা “বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এআইএস বিভাগের অ্যালমনাই এসোসিয়েশন” এর কল্যাণে বা বিশ্ববিদ্যালয়, দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাদেরকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য এবং সাধারণ সদস্যের সমন্বয়ে একটি কমিটির মাধ্যমে মনোনীত করতে হবে।

১৪.৩ বিভাগের শিক্ষকগণ অনারারী সদস্য বিধায় তাদের কোনপ্রকার ভোটাধিকার থাকবে না। তবে জরুরী পরিস্থিতিতে, প্রয়োজনে বিভাগীয় প্রধানের নেতৃত্বে কার্যনির্বাহী পরিষদ ও পরিষদের যেকোনো সভায় যোগদান, মতামত ও পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন, কিন্তু কোনপ্রকার ভোটিং অধিকার রাখবেন না।

১৪.৪ প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব ও কর্তব্য :

১৪.৪.১ প্রধান উপদেষ্টা এসোসিয়েশনের উন্নয়ন, পরিবর্ধন কল্পে কর্পোরেট সেক্টরের সাথে যোগাযোগের স্থাপনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করবেন।

১৪.৪.২ প্রধান উপদেষ্টা এসোসিয়েশনের অভিভাবক হবেন এবং এর কল্যাণে যে কোন পদক্ষেপ, যেমন -এসোসিয়েশনের সদস্যবৃদ্ধির মাধ্যমে এর কলেবর বৃদ্ধি সহ তহবিল উন্নয়ন অন্যান্য সামাজিক কর্মকান্ডে নির্বাহী পরিষদকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ দেবেন।

১৪.৪.৩ প্রধান উপদেষ্টা বিভাগের শিক্ষকদের সাথে পরামর্শক্রমে এসোসিয়েশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পর্কিত নির্দেশনা ও সহযোগিতা দিবেন।

১৪.৪.৪ প্রধান উপদেষ্টা এসোসিয়েশনের ক্রান্তিকালে এর অস্তিত্ব রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তবে কোন অবস্থাতেই তিনি একক সিদ্ধান্তে এসোসিয়েশন ভেঙ্গে দিতে পারবেন না। এসোসিয়েশন ভেঙ্গে দেবার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অত্র গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত ২৪ ও ২৫ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এর বিলুপ্তি ঘোষণা করা যাবে।

ধারা ঃ ১৫ : কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ

১৫.১ এসোসিয়েশনের একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে।

১৫.২ নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় অনুসরণের মাধ্যমে নিবন্ধিত সদস্যগণই কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

১৫.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রতি ২ মাস পর পর সশরীরে এবং প্রয়োজনে মাসিক অনলাইন সভার ব্যবস্থা বা আয়োজন করবে।

১৫.৪ প্রত্যেক বছরের ডিসেম্বর মাসের তৃতীয়-শেষ সপ্তাহে বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করবে। তবে আলোচনার মাধ্যমে সুবিধজনক সময় নির্ধারণ করা যাবে ।

১৫.৫ নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল হবে ০২ (দুই) বৎসর। **পরবর্তী পরিষদ নির্বাচিত পরিষদ দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এই পরিষদ তাদের দায়িত্ব পালন করে যাবেন।**

১৫.৬ চলমান কার্যনির্বাহী পরিষদ উল্লেখিত ০২ (দুই) বৎসরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে, এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা বিভাগের শিক্ষক ও নিবন্ধিত সাধারণ বা আজীবন সদস্যদের নিয়ে জরুরী সভার আয়োজন করে আলোচনার মাধ্যমে উক্ত কার্যনির্বাহী পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে ৭-১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠন করবেন। উক্ত এডহক কমিটি সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করে নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করবেন।

১৫.৭ কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্য পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশের সিদ্ধান্তই কার্যনির্বাহের জন্য (কোরাম) পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপস্থিতি সংখ্যা বলে গণ্য হবে।

১৫.৮ কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত উপস্থিত সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন বা ভোটে গৃহীত হবে।

১৫.৯ কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে প্রধান উপদেষ্টা শিক্ষকগণের মধ্যে থেকে ০১ (এক) জন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং ০২ (দুই) জন নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন করবেন।

ধারা ঃ ১৬ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য ঃ

সভাপতি	-------- ০১ জন
সহ-সভাপতি	-------- ০২ জন
সাধারণ সম্পাদক	-------- ০১ জন
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	-------- ০২ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	-------- ০৩ জন
কোষাধ্যক্ষ	-------- ০১ জন
দপ্তর বিষয়ক সম্পাদক	-------- ০১ জন
প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক	---- ০১ জন
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	---- ০১ জন
শিক্ষা, গবেষণা ও সাহিত্য বিষয়ক	– ০১ জন
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক	---- ০১ জন
নারী, শিশু ও অটিজম বিষয়ক সম্পাদক	– ০১ জন
জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক	– ০১ জন
কার্যনির্বাহী সদস্য	------ ০৮ জন
মোট সদস্য সংখ্যা	**= ২৫ জন**

তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন স্বাপেক্ষে কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য পদ ও সদস্য সংখ্যা বাড়ানো যাবে।

ধারা ঃ ১৭ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

১৭.১ প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে শূন্যপদ / নৈমিত্তিক / শূন্যপদের সদস্য / কর্মকর্তা নিয়োগ দান।

১৭.২ পরিষদের মধ্য হতে নৈমিত্তিক শূন্যপদ কর্মকর্তা নির্বাচন।

১৭.৩ কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে বিভিন্ন উপ-পরিষদ গঠন। সেক্ষেত্রে উল্লিখিত উপ-পরিষদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কার্য-পরিধিরভিত্তিতে এর সময়কাল ইত্যাদি মূল কার্যনির্বাহী পরিষদ সভার কার্যবিবরণীতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে উল্লেখিত উপ পরিষদের আহ্বায়ক ও সদস্যগণের নাম উল্লেখ থাকতে হবে। তবে মূল কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট উল্লেখিত উপ-পরিষদ সময়ে সময়ে সকল অগ্রগতি জানাতে দায়বদ্ধ থাকবে। মূল কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজন মনে করলে প্রধান উপদেষ্টার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সভা আহ্বানের মাধ্যমে উল্লেখিত উপ-পরিষদ ভেঙ্গে দিতে পারবে।

১৭.৪ অত্র গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই অথচ মূল বিধিসমূহের পরিপন্থী নয় এমন বিষয়ে উদ্দ্যোগ গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে।

১৭.৫ নির্বাচন কমিশন গঠন ও নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করবে।

১৭.৬ এসোসিয়েশনের হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ করবে।

১৭.৭ গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত বিধি অনুসারে এসোসিয়েশনের সার্বিক উন্নয়ন ও উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কাজ করবে।

১৭.৮ কার্যনির্বাহী সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা ইত্যাদির তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবে।

১৭.৯ এসোসিয়েশনের সকল প্রকার ব্যয় অনুমোদন করবে এবং **প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ নিবে**।

১৭.১০ উপদেষ্টা এবং পৃষ্ঠপোষক মনোনয় এবং এর সংখ্যা নির্ধারণ করবে।

১৭.১১ কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজবোধে বিশেষ উপ-পরিষদ গঠন করবে।

১৭.১২ বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করবে।

১৭.১৩ সদস্যপদের আবেদনপত্র বিবেচনা ও অনুমোদন করবে।

১৭.১৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রোগ্রামের চাঁদার হার নির্ধারণ পূর্বক কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতির কর্তৃক অনুমোদিত হবে। বছরে কমপক্ষে একবার ৭.৫ ধারায় উল্লেখিত অনুষ্ঠান বা কর্মসূচি সমূহের আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৭.১৫ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ০১ (এক) মাস আগে এর স্থান, তারিখ, সময় ইত্যাদি জানিয়ে, ফেসবুক সহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ, ইউনির্ভাসিটির বিভাগীয় নোটিশ বোর্ডে নোটিশ প্রদান, গঠনতন্ত্রের আঙ্গিকে প্রত্যেক সক্রিয় সদস্যকে ক্ষুদ্র বার্তা বা এসএমএস এর মাধ্যমে জানাবে। এছাড়াও সম্ভব হলে সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ১৫ (পনর) দিন আগে বহুল প্রচারিত যে কোন জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপ্তি প্রকাশ করবে।

১৭.১৬ কার্যনির্বাহী পরিষদের শূন্যপদ পূরণের জন্য পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তা করা করবে।

১৭.১৭ কার্যনির্বাহী পরিষদ তাদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের লক্ষ্যে এসোসিশেনের অত্র গঠনতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে উপ-বিধি প্রণয়ণ করবে যা পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করবে।

১৭.১৮ কার্যনির্বাহী পরিষদ অত্র গঠনতন্ত্রের যে কোন প্রকার ধারা সংযোজন, সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন ও বিয়োজনের জন্য তা বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবে।

ধারা ঃ ১৮ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১৮.১ সভাপতি ঃ

১৮.১.১ কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রধান হবেন।

১৮.১.২ তিনি সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

১৮.১.৩ তিনি সভার প্রস্তাবলী ও সিদ্ধান্ত অনুমাদন করবেন।

১৮.১.৪ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তিনি অত্র গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা বা উপ–ধারার ব্যাখ্যা করবেন।

১৮.১.৫ সমান সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে কাস্টিং ভোট দিতে পারবেন।

১৮.১.৬ যে কোন জরুরী পরিস্থিতিতে তিনি নূন্যতম ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার বিজ্ঞপ্তিতে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করতে পারবেন।

১৮.১.৭ অ্যালামনাই এর পক্ষে প্রয়োজনীয় যে কোন দলিল ও চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

১৮.৩ সহ-সভাপতি ঃ

১৮.৩.১ কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মানীত পদ হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৮.৩.২ সভাপতি এবং সিনিয়র সহ-সভাপতির অনুপস্থিতে সভার সভাপতিত্ব করবেন।

১৮.৩.৩ সভাপতির প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন কর্মকান্ডে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

১৮.৪ সাধারণ সম্পাদক ঃ

১৮.৪.১ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৮.৪.২ সভাপতি এবং প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে তিনি যাবতীয় সভা আহ্বান করবেন।

১৮.৪.৩ সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ ও তাতে স্বাক্ষর করবেন।

১৮.৪.৪ বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রণয়ণ করবেন এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ও অডিট রিপোর্টে কার্যনির্বাহী কমিটিতে ও সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

১৮.৪.৫ সভাপতির পরামর্শক্রমে অ্যালামনাই এর পক্ষে সরকারী, বেসরকারী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

১৮.৪.৬ সভাপতির পরামর্শক্রমে সকল সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী সদস্যদের কার্যাবলীর সমন্বয় করবেন।

১৮.৪.৭ সম্পাদকবৃন্দকে তাদের নিজ নিজ দপ্তরের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য উপদেশ ও পরামর্শ দিতে পারবেন।

১৮.৪.৮ কার্য নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে কর্মচারী নিয়োগ, বরখাস্ত, বেতন বৃদ্ধি (প্রয়োগিক ক্ষেত্রে), ছুটি মঞ্জুর (প্রয়োগিক ক্ষেত্রে), যৌক্তিক পর্যায়ে শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারবেন।

১৮.৪.৯ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক প্রতিবেদন / রিটার্ণ দাখিল করবেন।

১৮.৪.১০ কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে অ্যালামনাই এর পক্ষে মামলা মোকদ্দমা দায়ের ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন।

১৮.৪.১১ তার কাজের জন্য প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট জবাবদিহি করবেন।

১৮.৪.১২ সভাপতির পরামর্শক্রমে ০৭ (সাত) দিনের নোটিশে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করবেন।

১৮.৪.১৩ অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র হিসেবে অংশীজনের কাছে গঠনতন্ত্রের উল্লেখিত যেকোন বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

১৮.৫ কোষাধ্যক্ষ ঃ

১৮.৫.১ যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের জন্য তা পেশ করবেন।

১৮.৫.২ নির্ধারিত ব্যাংকে অ্যালামনাই এর টাকা জমা রাখার বিধিমত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৮.৫.৩ যাবতীয় আয় ও ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ বার্ষিক আকারে সাধারণ সভায় পেশের জন্য সময়মত তৈরী করে দিবেন এবং বার্ষিক নিরীক্ষা করাবেন।

১৮.৫.৪ তহবিল বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং তা কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করবেন।

১৮.৫.৫ সদস্যদের বাৎসরিক চাঁদা ও অন্যান্য অনুদান আদায়ের ব্যাপারে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৮.৫.৬ চাঁদা আদায়ের রশিদ বই, আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা দেয়ার বই, চেক বই, এসোসিয়েশনের সকল হিসাবপত্র তাঁর তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণ করবেন।

১৮.৫.৭ তিনি যাবতীয় ব্যয় যথাসম্ভব চেকের মধ্যেমে সম্পাদন করবেন।

১৮.৫.৮ জরুরী ব্যয় নির্বাহের জন্য সভাপতি / সাধারণ সম্পাদকের জ্ঞাতসারে তিনি সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা নিজের কাছে নগদ রাখতে পারবেন।

১৮.৫.৯ প্রচলিত হিসাববিজ্ঞানের সকল আধুনিক হিসাব রক্ষণ নীতি হিসাব রক্ষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা কোষাধ্যক্ষের তদারকিতে পরিচালিত হবে।

১৮.৬ যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক ঃ

১৮.৬.১ যুগ্ম-সাধারন সম্পাদকগণ সাংগঠনিক কাজে সাধারণ সম্পাদককে সর্বোচ্চ সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন এবং প্রয়োজনে সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ দায়িত্ব পালন করবেন।

১৮.৬.২ সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকগণ সাধারণ সম্পাদকের চলতি বা ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

১৮.৭ সাংগঠনিক সম্পাদকঃ

১৮.৭.১ সাংগঠনিক কার্যকলাপ পরিচালনা করবেন।

১৮.৭.২ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবেন এবং কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৮.৭.৩ শক্তিশালী করার জন্য এআইএস বিভাগের অ্যালামনাইদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবেন এবং সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালাবেন।

১৮.৭.৪ শাখা গঠনের বিষয়ে তিনি মতামত দিবেন ও কার্যনির্বাহী কমিটিতে অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

১৮.৮ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ঃ

১৮.৮.১ "বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এআইএস বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন" এর সদস্যদের মধ্যে সময়ে সময়ে অথবা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন।

১৮.৮.২ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের (বার্ষিক গেট টুগেদার, প্রীতিভোজ, শিক্ষাসফর) আয়োজন করবেন।

১৮.৯ শিক্ষা, গবেষণা ও সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক ঃ

১৮.৯.১ যেহেতু অত্র "বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এআইএস বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন" ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ক শিক্ষার্থীদের একটি সংগঠন তাই এর শিক্ষা সচিব, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনাক্রমে সময়ে সময়ে সেমিনার, ওয়ার্কশফ, অফিস ভিজিট, বিজনেস প্লান, কমিটিশন, কর্পোরেট প্রেজেন্টেশন এর আয়োজন করবেন।

১৮.৯.২ হিসাববিজ্ঞানের যে কোন বিষয়ের উপর গবেষণা তথা জাতীয় শিক্ষা উন্নয়নে তথা আইটির যথাযথ প্রয়োগ এবং ইতোমধ্যে সনদপ্রাপ্ত অ্যালামনাইদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১৮.৯.৩ শিক্ষা বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার শিক্ষা-বৃত্তি তহবিল গঠনে ভূমিকা পালন করবেন।

১৮.৯.৪ গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা, গবেষণার বিষয় নির্বাচন, লেখা বা বিষয় আহবান, মান যাচাই, সম্পাদনা, প্রকাশনার ও উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। দেশি-বিদেশি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

১৮.৯.৫ সাহিত্য পরিষদ, ম্যাগাজিন, পত্রিকা বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাহিত্যচর্চা, প্রকাশনা ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও সমন্বয় করা। সাহিত্যসভা, কবিতা আবৃত্তি, বই আলোচনা, পাঠচক্র, সেমিনার, প্রতিযোগিতা ও সাহিত্য উৎসবের আয়োজন করা।

১৮.১০ দপ্তর বিষয়ক সম্পাদক ঃ

১৮.১০.১ সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে দপ্তর সম্পাদক সকল দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করবেন এবং এসোসিয়েশনের সকল রেকর্ডপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

১৮.১০.২ তিনি এসোসিয়েশেনের কার্যক্রম পরিসংখ্যান ও রিপোর্ট তৈরি করবেন এবং তাহা সংরক্ষণ করবেন।

১৮.১১ নারী, শিশু ও অটিজম বিষয়ক সম্পাদক ঃ

১৮.১১.১ অ্যালামনাই এর ছাত্রী বা নারীদের কল্যাণমূলক ও প্রয়োজনীয় যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন।

১৮.১১.২ শিশুদের অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, বিকাশ ও সৃজনশীলতা সম্পর্কিত মানসম্মত বিষয়বস্তু পরিকল্পনা, প্রকাশনা, সেমিনার ও বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা।

১৮.১১.৩ সংগঠনের সদস্যদের বা সদস্যদের পরিবারের কেউ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু বা ব্যক্তি থাকলে, তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা। অটিজম-সম্পর্কিত বিশেষ দিবস, সেমিনার, কর্মশালা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করা।

১৮.১২ প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ঃ

১৮.১২.১ সংগঠনের কার্যক্রম গণমাধ্যম ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরা, ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করা এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

১৮.১২.২ সংগঠনের কার্যক্রম গণমাধ্যম ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরা, ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করা এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখা সংগঠনের নিউজলেটার, ম্যাগাজিন, স্মরণিকা, বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রকাশনা সম্পাদনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

১৮.১২.৩ সংগঠনের ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিয়মিত তথ্য, ছবি ও ভিডিও প্রকাশের সমন্বয় করা। নির্বাহী কমিটি বা সভাপতির নির্দেশনা অনুযায়ী প্রচার ও প্রকাশনাসংক্রান্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

১৮.১৩ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ঃ

১৮.১৩.১ সংগঠনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় করা।

১৮.১৩.২ প্রযুক্তির মাধ্যমে সংগঠনের প্রশাসনিক কার্যক্রম, যোগাযোগ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৮.১৩.৩ শিক্ষার্থী ও তরুণদের বিজ্ঞানচর্চা, উদ্ভাবন ও গবেষণায় উৎসাহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ ও সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

১৮.১৪ জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক ঃ

১৮.১৪.১ জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ, তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপন, মূল্যায়ণ, স্বীকৃতি, প্রচার এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

১৮.১৫ কার্যনির্বাহী সদস্য ঃ

১৮.১৫.১ সভাপতি ও সহ-সভাপতিবৃন্দের অনুপস্থিতিতে পরিষদের সভায় উপস্থিত জ্যেষ্ঠ সদস্য সভাপতিত্ব করবেন।

১৮.১৫.২ সম্পাদক বা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন।

১৮.১৫.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনায় সকলপ্রকার সহযোগিতা করবেন।

ধারা ঃ ১৯ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন ঃ

১৯.১ সাধারণ ও আজীবন সদস্যদের সরাসরি (ব্যালট বা অনলাইন) ভোটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হয়ে গঠিত হবে।

১৯.২ একই ব্যক্তি পরপর ০২ (দুই) মেয়াদের বেশি সভাপতি এবং অথবা সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন করতে পারবেন না।

১৯.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ০২ (দুই) মাস আগেই সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদক্রমে নির্বাহী পরিষদের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন তিনজন সদস্যের সমন্বেয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন, এবং উক্ত কমিশনে প্রধান উপদেষ্টা অথবা তার নিয়োজিত ব্যক্তি প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর দায়িত্ব পালন করবেন।

১৯.৪ নির্বাচন কমিশন কার্যনির্বাহী কমিটির সহযোগিতায় ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করবেন।

১৯.৫ যে কোন পদে প্রার্থী হতে হলে তাকে অবশ্যই ভোটার হতে হবে।

১৯.৬ সকল বৈধ সদস্য ভোটার হিসাবে গণ্য হবে। তবে আসন্ন নির্বাচনের অন্তত ৬০ দিন পূর্বে যারা সদস্যভূক্ত হবেন, তারাই নির্বাচন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

১৯.৭ নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্যই নির্বাচনে প্রার্থী হবে পারবেন না। তবে অ্যালামনাই এর নিবন্ধিত সদস্য হিসেবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

১৯.৮ প্যানেলে যুক্তভাবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে যে কোন পদে যে কোন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। তবে এক ব্যক্তি একের অধিক পদে প্রার্থী হতে পারবেন না।

১৯.৯ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৯.১০ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার কমপক্ষে ০১ (এক) মাস পূর্বে নির্বাচন সম্পন্ন করে ফলাফল ঘোষণা করতে হবে। মেয়াদ উত্তর্ণের পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচন কমিশন বিদায়ী এবং নবনির্বাচিত কমিটির একটি যৌথ সভা আহ্বান করবেন, যেখানে বিদায়ী কমিটি নুতন কমিটির নিকট দায়িত্ব বুঝিয়ে দিবেন।

ধারা ঃ ২০ ঃ তহবিল ঃ

তহবিলসহ সকল অর্জিত ও স্বীকৃত সম্পত্তি অ্যালামনাই এর তত্ত্ববধানে “বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এআইএস বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন” এর উপর ন্যাস্ত থাকবে। বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা, সদস্যদের চাঁদা এবং সরকার হতে অনুমোদন নিয়ে অ্যালামনাই এর তহবিল গঠিত হবে। তিন প্রকার তহবিল থাকবে। ১) সাধারণ তহবিল, ২) ডিউটি তহবিল ও ৩) প্রজেক্ট তহবিল। এই তিন প্রকার তহবিলের অর্থ সাধারণ পরিষদের সভায় সম্ভাব্য দিক নির্দেশনা মোতাবেক কার্যনির্বাহী কমিটি যেকোন তফসীল ব্যাংক (ব্যাংক সমূহ) অথবা ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-এ জমা রাখা হবে।

ধারা ঃ ২১ ঃ প্রজেক্ট, ডিউটি তহবিল ও সাধারণ তহবিল ঃ

২১.১ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অর্জিত অর্থ বিশেষ তহবিলে জমা রাখতে হবে।

২১.২ সকল আজীবন সদস্যের চাঁদা ডিউটি তহবিলে জমা হবে। কার্যনির্বাহী কমিটি চলতি বছরের অর্জিত চাঁদার অনাধিক শতকরা ৫০ ভাগ সাধারণ তহবিলে স্থানান্তর করতে পারবে (স্থায়ীভাবে অথবা সাময়িক ঋণ হিসেবে)।

২১.৩ সদস্য ফি, বার্ষিক চাঁদা ও বিধি সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ সমূহ সাধারণ তহবিলে জমা হবে।

২১.৪ জীবন সদস্য ব্যতীত সকল সদস্যকে প্রত্যেক বৎসরের বার্ষিক চাঁদা অ্যালমনাই এর স্বার্থে অগ্রিম প্রদান করতে হবে।

ধারা ঃ ২২ ঃ ব্যাংক হিসাব পরিচালনা ঃ

দেশের যে কোন তফসিলী ব্যাংকে এসোসিয়েশনের ব্যাংক হিসাব খোলা হবে। হিসাব বা হিসাবসমূহ এসোসিয়েশনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে। তবে ৫০,০০০ পর্যন্ত অর্থ উত্তোলনের জন্য সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক এর যে কোন একজনের সাথে কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর থাকতে হবে। ৫০,০০০ এর অধিক উত্তোলনের ক্ষেত্রে অবশ্যই উক্ত তিনজনের যৌথ স্বাক্ষর থাকতে হবে।

ধারা ঃ ২৩ ঃ গঠতনন্ত্রের সংশোধনী ঃ

২৩.১ গঠনতন্ত্র ও বিধি সংশোধনের প্রস্তাব কেবলমাত্র সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় অথবা এতদুদ্দেশ্যে আহুত বিশেষ সাধারণ সভায় বিবেচিত হবে। অধিকার ও মর্যাদা এমন কোন বিষয় এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত কমিটি কর্তৃক প্রস্তাব প্রতিবেদন পেশ করার পরই সাধারণ পরিষদের বার্ষিক বা বিশেষ সভার আলোচ্যসূচীতে বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করা যাবে।

২৩.২ উপরোক্ত প্রস্তাব কার্যনির্বাহী পরিষদ বা যে কোন সদস্য সংশোধনের জন্য উপস্থাপন করতে পারবেন।
২৩.৩ কোন সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব প্রথমে কার্যনির্বাহী কমিটিতে বিবেচিত হবে এবং কোন সংশোধনী থাকলে তাদের মতামতসহ বিবেচনার জন্য সাধারণ সভায় পেশ করা হবে।
২৩.৪ এই গঠনতন্ত্রের কোন ধারা, উপ-ধারা বা শব্দের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, সংকোচন, সংযোজন বা বিয়োজনের প্রয়োজন হলে সাধারণ সভায় মোট উপস্থিত সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে তা করা যাবে।
২৩.৫ সাধারণ পরিষদের সভায় সংশোধনী গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা গঠনতন্ত্রাকারে বিবেচিত হবে।

ধারা ঃ ২৪ বিলুপ্তি ঃ

বিলুপ্তির প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের তিন-চতুর্থাংশের সদস্যের ভোটে গৃহীত হলে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মাধ্যমে ঘোষণা দেওয়ার বিলুপ্ত হবে, যদি ক্রমাগত তিন বছর ধরে অবলুপ্তি হয়েছে বলে গণ্য হয়। তবে এক্ষেত্রে প্রধান পৃষ্ঠপোষকের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

ধারা ঃ ২৫ বিলুপ্তি সম্পত্তি ঃ

বিলুপ্তি হলে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অন্য কোন সিদ্ধান্ত না থাকলে অত্র সকল দায়মুক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি "বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এআইএস বিভাগের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে।

ধারা ঃ ২৬ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও কোরাম ঃ

সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা কোরাম বলতে যেকোনো পরিষদ বা যেকোন উপস্থিতির দুই তৃতীয় অংশের মতামতকে বুঝাবে।

ধারা ঃ ২৭ নির্ভরযোগ্য পাঠ ঃ

বাংলার এই গঠনতন্ত্রের নির্ভযোগ্য পাঠ ও ইংরেজীতে ও অনুমতি একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকবে এবং নির্ভযোগ্য বলে গণ্য হবে। তবে উল্লেখ্য যে, বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

"বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এআইএস বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন" এর

অন্যান্য বিধি ও উপ-বিধিসমূহ ঃ

বিধি ঃ ০১ ঃ অ্যালামনাই সদস্য হবার যোগ্য ইচ্ছুক ব্যক্তি সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট ফরমে সাধারণ সম্পাদক বরাবর আবেদন করবেন।

বিধি ঃ ০২ ঃ সাধারণ সদস্যদের বার্ষিক ফি ৫০০.০০ (পাঁচ শত) টাকা, আজীবন সদস্যদের এককালীন ফি ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) টাকা, এবং সহযোগী সদস্যদের এককালীন ফি বাবদ ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পরিশোধ করতে হবে। তবে এই উভয় প্রকার ফি কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে পরিবর্তনযোগ্য।

বিধি ঃ ০৩ ঃ কোন সাধারণ সদস্য বার্ষিক চাঁদা ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পরিশোধ না করে থাকলে উক্ত সদস্য সুবিধাদি ভোগের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

বিধি ঃ ০৪ ঃ একজন সদস্যের আচরণগত কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তে সদস্য পদ বাতিলের জন্য বিবেচিত হলে তাকে সর্বশেষ প্রাপ্ত ঠিকানায়, ইমেইলে এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে ১৫ (পনর) দিনের সময় দিয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠাতে হবে। তার জবাব (যদি তিনি দেন) কার্যনির্বাহী পরিষদের মতামতসহ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সাধারণ পরিষদ সভায় উপস্থাপন করতে হবে। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত দেয়া পর্যন্ত কেবল সংশ্লিষ্ট সদস্য তার সম্পর্কিত আলোচনায় উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

বিধি ঃ ০৫ ঃ একজন সদস্যের সদস্যপদ খারিজ হলে কোন অবস্থাতেই পরিশোধকৃত অর্থ তাকে ফেরত দেয়া হবে না।

বিধি ঃ ০৬ ঃ সাধারণ সম্পাদক বার্ষিক সাধারণ সভার অন্তত ১০ (দশ) দিন পূর্বে সদস্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত যে কোন প্রকার নোটিশ ও প্রস্তাব কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট পেশ করবেন এবং এই সকল নোটিশ তথা প্রস্তাব কার্যনির্বাহী পরিষদ সভায় বিবেচিত হলেই কেবল সেগুলি বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হবে।

বিধি ঃ ০৭ ঃ যে কোন সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতি এবং সাধারণ পরিষদের অনুমতিক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব আনতে পারবেন।

বিধি ঃ ০৮ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রতি ০২ (দুই) মাসে ন্যূনতম একবার সশরীরে বা অনলাইনে বৈঠকে বসবে।

বিধি ঃ ০৯ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত নির্দিষ্ট খাতায় লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী সাধারণ সম্পাদক পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সভায় সভাপতির অনুমোদন ও স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন।

বিধি ঃ ১০ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল নির্বাচন সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে।

বিধি ঃ ১১ঃ নির্বাচিত হলে অ্যালামনাই এর জন্য কল্যাণমূলক কাজ করবেন, প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যকে দায়ভার গ্রহণের পূর্বে লিখিত সম্মতি জ্ঞাপন করতে হবে।

বিধি ঃ ১২ ঃ ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা, সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের নামে সীল তৈরী করা হবে। খ) নগদ টাকা প্রদানের রশিদ নমুনাকারে পেশ ও তা গৃহীত হতে হবে। গ) প্রয়োজনীয় হিসাব বহি, সদস্য তালিকা বহি, কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যবিবরণী বহি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি সংরক্ষণ করতে হবে।

....

বিভাগীয় প্রধান
একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়,রংপুর।

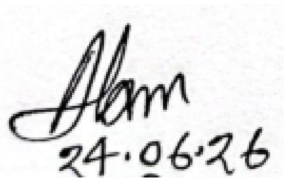

....

আহ্বায়ক
এডহক কমিটি
এআইএস বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়,রংপুর।

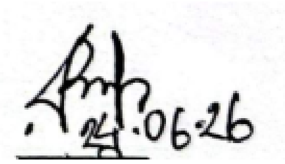

. ...

সদস্য সচিব
এডহক কমিটি
এআইএস বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়,রংপুর।